তারিখ ... 11 AUG 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ৩ ... কলাম ... ১ ...

দৈনিক
আমাদের সময়

শিক্ষা প্রশাসনের দ্বৈতনীতি

একই বিষয়ের শিক্ষক কেউ এমপিওভুক্ত, কেউ বঞ্চিত

এম এইচ রবিন ●

শিক্ষা প্রশাসনের দ্বৈতনীতির কারণে বেসরকারি কলেজে এমপিওবঞ্চিত 'উৎপাদন ব্যবস্থাপনা ও বিপণন' এবং 'ফিন্যান্স, ব্যাংকিং ও বিমা' বিষয়ের শিক্ষকরা।

অবশ্য এ বিষয়ের দু-তিনজন শিক্ষক পেয়েছেন এমপিওসুবিধা। কিন্তু সব শর্ত পূরণ করেও এমপিওসুবিধা পাননি ২৭৩ জন শিক্ষক। তারা এমপিওভুক্তির দাবিতে ধরনা দিচ্ছেন শিক্ষা প্রশাসনের দ্বারে-দ্বারে। দাবি আদায়ে নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন, মানববন্ধন, সমাবেশ, অনশন করেও সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারেননি তারা।

সম্প্রতি মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের (মাউশি) এক অফিস আদেশে তাদের দাবির বিষয়ে গুরুত্ব না দেওয়ায় হতাশ হয়েছেন এমপিওবঞ্চিত 'উৎপাদন ব্যবস্থাপনা ও বিপণন' এবং 'ফিন্যান্স, ব্যাংকিং ও বিমা' বিষয়ের শিক্ষকরা। জানা গেছে, দাবি আদায়ের লক্ষ্যে তারা শিগগির নতুন আন্দোলন কর্মসূচি নিয়ে মাঠে নামবেন।

মাউশি গত ৭ আগস্ট এমপিওভুক্ত সব বেসরকারি কলেজের অধ্যক্ষদের কাছে পাঠানো এক আদেশে এমপিওবঞ্চিত 'উৎপাদন ব্যবস্থাপনা ও বিপণন' এবং 'ফিন্যান্স, ব্যাংকিং ও বিমা' বিষয়ে যেসব প্রভাষকের অনুমোদন ২০১১ সালের ১৩ নভেম্বরের প্রজ্ঞাপনের আগে হয়েছে, তাদের তথ্য চায়। আন্দোলনকারী প্রভাষকরা এর পর নিয়োগকৃত।

মাউশির সহকারী পরিচালক (কলেজ-৩) মো. হেলাল উদ্দিন স্বাক্ষরিত ওই আদেশে বলা হয়, আগামী ১৭ আগস্টের মধ্যে বাহক, ডাক অথবা কুরিয়ারের মাধ্যমে মাউশির কলেজ-৩-এর সহকারী পরিচালক বরাবর তথ্য পাঠাতে হবে। কোনো ভুল তথ্য দেওয়া হলে তার দায়-দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষকে নিতে হবে।

যেসব তথ্য চাওয়া হয়েছে– নিয়োগপ্রাপ্ত শিক্ষকের নাম, শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও বোর্ড কর্তৃক বিষয় অনুমোদন ও স্বীকৃতির তারিখ, যোগদানের তারিখ, এরপর পৃষ্ঠা ৯ কলাম ৭